Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 83
Website: https://tirj.org.in, Page No. 740 - 746
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 740 - 746
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

গোয়েন্দা গার্গী : বাংলা সাহিত্যের এক প্রতিভাবান নারী গোয়েন্দা

সাহেব কুমার দাস
গবেষক, বাংলা বিভাগ
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : 9547sahebkumardas@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Gargi, Bengali, Female, Detective, criminal, Mystery, Solve, Murder,

Abstract
In the nineties, Tapan Banerjee created his fictional female detective Gargi. Gargi's full name is Gargi Mukherjee. She is a student of the Department of Mathematics at Calcutta University and a mystery solver by passion. Her favourite subjects are country, time and time. She loves to read history and sociology. After enrolling in mathematics, she initially thought of becoming a mathematics professor or teacher. Later, she changed her mind. Before coming to detective work, she was a freelance journalist. She made her first appearance in a detective novel called 'Ershar Sabuj Chokh'. Detective Gargi has sometimes investigated murders, sometimes recovered valuable documents from old history. She has had to travel to different places to do her detective work. Her husband Sayan has helped her a lot in this regard. She has solved one mystery after another while managing the family. Detective Gargi has an outstanding skill in solving mysteries. Gargi solves all the mysteries with her sharp intellect and infallible guessing power. When society slowly starts getting entangled in a web of mysteries, Gargi sometimes gets involved on his own, sometimes gets hired to solve the mystery. Sometimes, the mystery is created by looking at Gargi. Gargi's curiosity is very wide. He goes out of his own field in search of many more information, theories and arguments. Sometimes literature, sometimes politics, sometimes economics, political science or philosophical theories are among his hobbies. On the one hand, he handles important positions in the family, office and 'Paradise' company, and on the other hand, he identifies the criminal through his hard observation and analysis. Gargi never has to take the help of a gun or a pistol to catch the criminal. He finds the criminal only through observation, speculation, analysis and unparalleled intelligence. He never takes payment from anyone for this. He is not a private detective. Gargi considers helping a person in danger to be his supreme religion. It has always been Gargi's nature to delve deeply into a subject and analyse it thoroughly.

Discussion

রহস্যের প্রতি কৌতূহল কম বেশি সকলেরই। আর এই রহস্য দেখা যায় গোয়েন্দা গল্প বা উপন্যাসে। সমাজের কিছু বিষয়লুব্ধ ও স্বার্থান্বেষী মানুষের জন্য সমাজ অশান্ত হয়ে পড়লে ডাক পড়ে গোয়েন্দার। গোয়েন্দার কাজ হল গোপনে অনুসন্ধান করে অপরাধীকে খুঁজে বের করা। গোয়েন্দার কথা বললেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে কোনও কোর্ট প্যান্ট অথবা ধুতি পাঞ্জাবি পরা পুরুষ। যার মুখে থাকবে চুরুট অথবা সিগারেট। কিন্তু নারীরাও যে গোয়েন্দাগিরি করতে পারে আশ্চর্যজনকভাবে এটা অনেকেই মানতে পারে না। তাদের কাছে নারী গোয়েন্দা ‘সোনার পাথর বাটি’-র মতো। আজকের এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে সব কিছুতে নারীরা পুরুষের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। স্বামীর আচরণে সন্দেহ হলে, সে কোথায় যাচ্ছে, কার সঙ্গে মিশছে এইসব ব্যাপারে নজর রাখতে ওস্তাদ নারীরা। পাশাপাশি কোনও স্বামী তার মাইনের কিছু টাকা সরিয়ে রাখলে স্ত্রী সেটা চোখের পলকে বের করে ফেলতে পারে। আর গোয়েন্দাগিরিতে নারীরা পিছিয়ে থাকবে তা আবার হয় নাকি! গোয়েন্দাগিরিতে নারীরাও পুরুষের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিচ্ছে। তেমনই এক নারী গোয়েন্দা গার্গী।

নয়ের দশকে তপন বন্দ্যোপাধ্যায় সৃষ্টি করেন তাঁর কল্পিত নারী গোয়েন্দা গার্গীকে। গার্গীর পুরো নাম গার্গী মুখার্জী। সে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত বিভাগের ছাত্রী এবং সখের রহস্যভেদী। তার প্রিয় বিষয় দেশ, কাল ও সময়। পড়তে ভালোবাসে ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞান। গণিতে ভর্তি হওয়ার পর সে প্রথমে ভেবেছিল গণিতের অধ্যাপিকা বা শিক্ষিকা হবে। পরে সে নিজের মত বদলায়। গোয়েন্দাগিরিতে আসার আগে সে ছিল একজন ফ্রি-ল্যান্স সাংবাদিক। ‘ঈর্ষার সবুজ চোখ’ নামের গোয়েন্দা উপন্যাসে তার প্রথম অবির্ভাব হয়। গোয়েন্দাগিরিতে তার আগমন বন্ধু সায়নকে বাঁচাতে এবং তার স্ত্রী ঐন্দ্রিলার হত্যা রহস্যের সত্য উন্মোচন করতে। গার্গীর ভূমিকা দিতে গিয়ে তপন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, -

> “বিদুষী গার্গী বরাবরই ভারি ঠাণ্ডা স্বভাবের, যে কোনও বিষয়ের গভীরে ঢুকে যেতে পারে দ্রুত, যে কোনও পরিস্থিতির মোকাবিলা করে তার শাণিত বুদ্ধি দিয়ে। পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি উচ্চতায় গার্গী মুখার্জি তার ঝকঝকে, শাণিত চাউনি দিয়েই বুঝিয়ে দিত, সে অন্যের চেয়ে স্বতন্ত্র।”[১]

গার্গীর কৌতূহলের পরিসর বড্ড বড়ো। সে তার নিজস্ব বিষয়ের বাইরের হুটহাট বেরিয়ে পড়ে আরও বহুবিধ তথ্য, তত্ত্ব ও তর্কের তালাশে। কখনও সাহিত্য, কখনও রাজনীতি, কখনও অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান কখনও বা দর্শনের তত্ত্ব তালাশ তার অন্যতম হবি। সে একদিকে যেমন সংসার, অফিস ‘প্যারাডাইস’ কোম্পানির গুরুত্বপূর্ণ পদ সামলায় তেমনই তার কঠিন পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে অপরাধীকে চিহ্নিত করে। অপরাধী ধরতে গার্গীকে কখনও বন্দুক বা পিস্তলের সাহায্য নিতে হয়নি। শুধু পর্যবেক্ষণ, অনুমান, বিশ্লেষণ, অতুলনীয় বুদ্ধির দ্বারা সে অপরাধীকে খুঁজে বের করে। এর জন্য সে কখনও কারোর কাছে পারিশ্রমিক নেয় না। সে কোনও প্রাইভেট ডিটেকটিভ নয়। কোনও মানুষ বিপদে পড়লে তাকে সাহায্য করাকে গার্গী পরম ধর্ম বলে বলে মনে করে। কোনও বিষয়ের গভীরে ঢুকে তাকে তন্নতন্ন বিশ্লেষণ করা গার্গীর বরাবরের স্বভাব। ঐন্দ্রিলা হত্যাকাণ্ডের ঘটনার উৎস খুঁজতে গিয়ে ঘটনার সঙ্গে জড়িত প্রতিটি চরিত্রকে বিশ্লেষণ করেছে গার্গী। খুঁজেছে খুনের মোটিভ। শেষ পর্যন্ত তার বিশ্লেষণী শক্তি দিয়ে খুঁজে বের করেছে আসল অপরাধীকে।

কলকাতার পথে পথে সন্ধানী চোখ নিয়ে ঘোরাফেরা করা গার্গীর প্রিয় বিলাস। একে ঠিক বোহেমিয়ান বলা যাবে না। আসলে এসবের মধ্যে গার্গী খুঁজে পায় এক অ্যাডভেঞ্চার। যা তার অনুসন্ধিৎসু মনকে তৃপ্তি দেয়। সে ভীষণ স্পষ্ট বক্তা। অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে সে কাউকে রেয়াত করে না। কর্তব্যবোধ ও সময়ানুবার্তিতা গার্গীর পছন্দের। সে যে কোনও ব্যাপারেই ভীষণ সিরিয়াস। সকাল সাড়ে আটটা বা নটার পর মিনিট পঁয়তাল্লিশেক সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় তন্নতন্ন করে চোখ বোলানো গার্গীর রোজনামচার একটি বিশেষ আইটেম। সংবাদপত্রের কালো অক্ষরগুলো গোগ্রাসে গেলার পরই তার নিজেকে অজ্ঞ থেকে বিজ্ঞ মনে হয়। সারা বিশ্বে কোথায় কী ঘটছে সেগুলো জানার পাশাপাশি কখনও কখনও সংবাদপত্রে খুঁজে পায় খুন, ডাকাতি, অপহরণের মতো খবর। আর রহস্যের গন্ধ পেলে গার্গী নিজেকে ঠিক রাখতে পারে না। এমনই একটি রহস্যের সন্ধান পায় ‘বহে বিষ বাতাস’ উপন্যাসে। সংবাদপত্র দেখে খবর পায় কলকাতা থেকে প্রায় দেড়শো কিলোমিটার দূরে কোনও এক বীরভঙ্গপুরের রাজবাড়িতে বেশ রহস্যজনকভাবে খুন হয় সে বাড়ির রানিমা। সন্দেহ করা হয় এক ফ্রি-ল্যান্স সাংবাদিককে। যে ছবিও আঁকে এবং লেখে বাম হাতে। রানিমা খুনের পর থেকে সেই লোকটির

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 83
Website: https://tirj.org.in, Page No. 740 - 746
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। পালাবার সময় ফেলে গিয়েছিল সর্বক্ষণের ব্যবহার করা লেখার প্যাড ও কলম। এরপরেই কলকাতায় ঘটে যায় শিহরণ হত্যাকাণ্ড। গার্গী তদন্তে নেমে বাম হাতের লেখা, প্যাড ও কলম থেকে রানিমা হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে কলকাতার হত্যাকাণ্ডের যোগ খুঁজে বের করে সেই অপরাধীকে।

গার্গীর পর্যবেক্ষণশক্তি যেমন তীক্ষ্ণ তেমনই তার অনুমান ক্ষমতাও। যা থেকে কোনও অপরাধীর নিস্তার নেই। তা অপরাধী যে স্তরেই থাকুক না কেন। 'হলুদ খামের রহস্য' উপন্যাসে গার্গী উদ্ধার করে বিনীতা রায়ের মার্ডার কেস। অপরাধী সত্যব্রত রায় বিনীতার স্বামী। যে পেশায় একজন পুলিশ অফিসার। অপরাধ ঢাকার জন্য সে নিজের ঘরেই রেখে যায় একটি হলুদ খামের চিঠি। কিন্তু বুদ্ধিমতী গার্গী বুঝে ফেলে সত্যব্রতের কারসাজি। সে সত্যব্রত রায়ের ঘরের চাবি, জুতো ও ব্যাগের ক্লু দেখে ধরে ফেলে তার অপরাধ। তার মতো একজন লোভী, লম্পট, নিষ্ঠুর মানুষকে শাস্তি দেয় গার্গী এবং তুলে দেয় পুলিশের হাতে।

'ধূসর মৃত্যুর মুখ' উপন্যাসে গার্গী তদন্ত করে ডঃ সুস্নাত তালুকদারের মার্ডার কেস। পুলিশের অনুমান ডাক্তারকে নায়িকা বর্ণনা সেনগুপ্ত হত্যা করেছে। কিন্তু গার্গীর অনুসন্ধিৎসু মন পুলিশ অফিসার দেবাদ্রি সান্যালের কথাকে সহজে মেনে নেয়নি। তাই সে শুরু করে গোয়েন্দাগিরি। যার জন্য তাকে পড়তে হয় ভয়ংকর বিপদের সামনেও। কিন্তু গার্গী ভয় পাওয়ার মেয়ে নয়। তাকে থামানো সহজ নয়। জীবনের বিপদ থাকলেও সে সত্য তুলে ধরবেই। এরপর যা যা চোখে দেখেছে এবং লোকের সঙ্গে কথা বলেছে সমস্ত ঘটনা সে মনে মনে বিশ্লেষণ করে। পুলিশের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ডাক্তার সুস্নাত তালুকদারের মৃতদেহের পাশে পাওয়া যায় একটি সোনালী ফ্রেমের চশমা। সেই একই ধরনের চশমা পরে সিনেমুভি টিমের সদস্য রানাজি সান্যাল। তাই প্রথম সন্দেহ তার দিকেই যায় গার্গীর। কিন্তু ভালো করে পর্যবেক্ষণ করে গার্গী জানতে পারে রানাজির চশমার পাওয়ার মাইনাস। কিন্তু ঘটনাস্থলে যে চশমাটা পাওয়া গিয়েছিল সেটি প্লাস পাওয়ারের। সুতরাং রানাজি সান্যাল হত্যাকারী নয়। হত্যাকারী অন্য কেউ।

এরপরই গার্গী কয়েকদিন ধরে লক্ষ করে সিনেমুভির পরচালক ঋষভ মুখার্জির চালচলন। সে পুলিশ দেখলেই যেভাবে রিঅ্যাক্ট করছিল তা দেখে সন্দেহ হয় গার্গীর। কিন্তু সন্দেহ হলেই তো হবে না তার জন্য দরকার উপযুক্ত প্রমাণের। তাই গার্গী লেগে পড়ে প্রমাণ জোগাড় করতে। গার্গী জানতে পারে ঋষভ মুখার্জি ডালহৌসি স্কোয়ার এলাকার একটা চশমার দোকান 'গ্রিন অপটিকস'-এ চোখ দেখিয়ে সদ্য নিয়েছিল চশমাটা। প্লাস পাওয়ার হওয়ায় সবসময় দরকার হয় না। চশমায় অনভ্যস্ত হওয়ায় হাতে ছিল চশমাটা। খুন করে টাকা নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় ভুল করে সুস্নাত তালুকদারের ঘরে সেটা ফেলে চলে যায়। যেহেতু আগে চশমা পরত না বলে কেউ ভাবেনি ওটা ঋষভ মুখার্জির চশমা হতে পারে। এখানে ঋষভ মুখার্জির খুনের মোটিভ টাকা। ডাক্তারের সঙ্গে ঋষভের সম্পর্ক ভালো থাকার জন্য তার ছবিতে প্রডিউস করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে আসে। সেই রাগ থেকে খুন।

এছাড়াও গার্গী লক্ষ করেছিল, ঋষভের হাতে কোনও রেখাই নেই। এরকম সাদা, ধবধবে, রেখাহীন করতল। ঋষভকে গার্গী জিজ্ঞাসা করে জানতে পারে, কলেজে পড়তে ল্যাবরেটরিতে কী একটা অ্যাসিড টেস্টটিউবে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে টেস্টটিউবটি ভেঙে সেই অ্যাসিডে মাখামাখি হয়ে আধপোড়া হয়ে গিয়েছিল তার দুটো করতল। পরে ক্ষত সেরে গিয়ে করতল স্বাভাবিক হয়ে গেলেও করতলের রেখাগুলো আর ফুটে ওঠেনি। তাই স্বাভাবিক ভাবেই দুটো খুনের কোনটাতেই ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া যায়নি। শেষ পর্যন্ত গার্গীর এই তদন্তের ফলশ্রুতি সকলের সামনে পটাসিয়াম সায়ানেট খেয়ে খুনি ঋষভ মুখার্জির আত্মহত্যা।

গার্গী গান ভালোবাসে। ভালো গায়কের নতুন কোনও অ্যালবাম বেরুলে কখনও কখনও সিডি-র স্টলে গিয়ে কিনে নিয়ে আসে সে। চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে চালিয়ে দেয় সিডি প্লেয়ার। গান সম্পর্কে তেমন ভালো জ্ঞান না থাকলেও গানকে উপভোগ করে গার্গী। সেই গান নিয়েই একটি রহস্যের উন্মোচন করে গার্গী 'একটি ইমন সন্ধ্যা' রহস্য উপন্যাসে। উপসনা মুখোপাধ্যায় নামে একজন উঠতি গায়কের গান চুরি করে প্রকাশ করে শহরের বিখ্যাত গায়ক অরিজিৎ রায়গুপ্ত। কিন্তু এটা জানার পর তদন্ত শুরু করে। যেমন কর্ম তেমন ফল— এই নীতিতেই বিশ্বাস করে গার্গী। অরিজিৎ রায়গুপ্ত যেমন উপাসনার গান চুরি করে তা নিজের নামে শহরের বিখ্যাত বিখ্যাত লোকের সামনে প্রকাশ করেছে তেমনই

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 83
Website: https://tirj.org.in, Page No. 740 - 746
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

তার চুরির কথা ফাঁস করার জন্য গার্গী অপেক্ষা করতে থাকে উপাসনার অ্যালবাম প্রকাশের দিনটির জন্য। এরপরই গার্গী একে একে তার অকাট্য যুক্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত দর্শকের সামনে তুলে ধরে। গার্গীর প্রথম প্রমাণ, অরিজিৎ রায়গুপ্ত গানের কথাকার অনুত্তম বারিকের গান লেখার ক্ষেত্রে কপি পেস্টের প্রসঙ্গ। প্রমাণ হিসেবে পেশ করে তার সঙ্গে কথা বলা গার্গীর সহায়ক সোনালিচাঁপার কথোপকথন-এর রেকর্ড। গার্গীর ইঙ্গিতে একটি ক্যাসেট বাজতে শুরু হয় হলের মধ্যে। যেখানে অনুত্তম বারিক সোনালিচাঁপাকে বলছে কীভাবে সে নানা কবিতার বই ঘেঁটে কবিতার এক-একটি পঙক্তি কাঁচি দিয়ে কেটে তৈরি করে একটি গান। দ্বিতীয় প্রমাণ হিসেবে গার্গী দেখায় উপাসনার একটি ডায়েরি। যেখানে উপাসনা নিয়মিত গান লেখে। এই অ্যালবামের গানগুলোও সে দীর্ঘদিন ধরে লিখেছে। গার্গী তার বিচক্ষণতার সাহায্যে অনুষ্ঠানে উপস্থিত দর্শকদের বোঝাতে সক্ষম হয় অ্যালবামের গানগুলি কার লেখা, সুরই বা কে দিয়েছে। বিখ্যাত গায়ক হলে সেও যে অন্যায় কাজ করতে পারে এটা গার্গী সকলের সামনে তুলে ধরে। সেই সঙ্গে রক্ষা করে নতুন প্রতিভা উপাসনার সংগীত জীবনের ক্যারিয়ার।

'কফিন রঙের রুমাল' উপন্যাসে গার্গী অসাধারণ বুদ্ধি, পর্যবেক্ষণ ও মেধা দিয়ে উদ্ধার করে কফিন রঙের রুমালের আসল রহস্য। গার্গী উন্মোচন করে ড্রাইভাররূপী মকবুলের আসল পরিচয়। সেই আসলে বিবেক দ্বিবেদী। অর্থাৎ তাকে হত্যা করা হয়নি। সে এতদিন অভিনয় করে যাচ্ছিল। আর এই অভিনয়ের জন্য দরকার ছিল একটা লাশের। তাই সে তার ড্রাইভারকে হত্যা করে। তার পোশাক পরিয়ে মৃতদেহ পুড়িয়ে তাকে সাজানো হয়। তার এই অভিনয়ে সাহায্য করে যাচ্ছিল স্ত্রী তিতিক্ষা। বিবেকের উদ্দেশ্য ছিল ব্যাঙ্কের কাছে লোন নিয়ে, ধার করে এবং শ্বশুরের কাছে মুক্তিপণের অর্থ নিয়ে তিতিক্ষাকে নিয়ে বিদেশ পালিয়ে যাওয়া। কিন্তু সেটা সম্ভব হয়নি তিতিক্ষার পাসপোর্টের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায়। এটা গার্গী বুঝতে পারে তিতিক্ষার ঘরে থাকা পাসপোর্ট দেখে। মকবুলের রূপ ধারণ করে তিতিক্ষার পাসপোর্টের ব্যবস্থা করতে থাকে বিবেক। কিন্তু তিতিক্ষার সৌন্দর্যে মুগ্ধ শ্রবণকুমার, নীলার্ণব ও শেষাদ্রি তিতিক্ষার শরীরের লোভে কাছে আসার চেষ্টা করলে বিবেক তাদেরকে হত্যা করে। কারণ কোনও পুরুষই চায় না তার স্ত্রীর দিকে কেউ চোখ তুলে তাকাক। গার্গী হাতে কোনও অস্ত্র না নিয়েও, শুধুমাত্র মগজাস্ত্র ব্যবহার ও ঘটনা বিশ্লেষণ করে উন্মোচন করে শহরে ঘটে যাওয়া তিনটি হত্যা রহস্যের এবং অপরাধীকে তুলে দেয় পুলিশের হাতে। পুলিশবাহিনী যা করতে পারে না, গার্গী সেটাই একা হাতে করে দেখায়।

গার্গী কোনও পেশাদার গোয়েন্দা নয়। কিছু কিছু ঘটনার সঙ্গে সে জড়িয়ে পড়ে অনেক সময় নিজের অজান্তেই। কখনও তার দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে যায় অঘটন। তখন তাকে নেমে পড়তেই হয় রহস্যের সমাধানে। এরই মধ্যে কলকাতার বুকে ঘটে যায় আরও এক হত্যাকাণ্ড। যা নিয়ে কলকাতা পুলিশের দিশেহারা অবস্থা। পুলিশ সুপার দেবাদ্রি সান্যালের এই তরুণীর বুদ্ধিমত্তার প্রতি এতই আস্থা যে কোনও ঝামেলা বুঝলেই গার্গীকে ফোন করে তার সঙ্গে পরামর্শ নেয়। কখনও আলোচনা করে বহুক্ষণ ধরে। মাঝে মধ্যে চলেও আসে তার অফিস চেম্বারে। এক কাপ কফির সঙ্গে বুদ্ধিও পান করতে থাকে হাসি-হাসি মুখে। আজও তাই ডাক পড়ে গোয়েন্দা গার্গীর। আর গোয়েন্দা গার্গীও –

"কোথাও কোনও সামান্য ক্লু পেলেও ঝাঁপিয়ে পড়বে তৎক্ষণাৎ।"[২]

চিনা ভাষায় লেখা অর্ধেক প্রেসক্রিপশন ও ভিজিটিং কার্ড থেকে গার্গী 'চিনা ডাক্তারের হত্যা রহস্য' উপন্যাসে উন্মোচন করে ডাঃ চ্যান চিউ-এর হত্যাকারীকে। গার্গী উদ্ধার করে এই হত্যাকাণ্ড ঘটেছে কিছুটা প্রফেশনাল জেলাসি থেকে। কিছুটা ডাঃ মাও তুনের রগচটা চরিত্রের কারণে। ডাঃ চ্যান চিউ কলকাতায় এসে চেম্বার খুলে বসায় ডাঃ মাও তুনের পসার একদম নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ফলে ডাঃ চ্যান চিউয়ের ওপর মনে মনে খুব রাগ ছিল তার। মাঝে মাঝে এসে বসে থাকত ডাঃ চ্যান চিউয়ের কাছে। বলা যায় সময় নষ্ট করতে। ফলে ডঃ চ্যান চিউ একদম পছন্দ করত না মাও তুনকে। এমনিতেই মাও তুনের খুব রুক্ষ মেজাজ। তার উপর চলে যেতে বলায় সে খুব চটে যেত। হত্যাকাণ্ডের দিন সকালে মাও তুনকে আসতেই হয় তার দাঁত ফুলে যাওয়ার কারণে। নিজে দাঁতের ডাক্তার হলেও নিজের দাঁত তো আর নিজে তুলতে পারে না। বাধ্য হয়ে এসেছিল চ্যান চিউয়ের কাছে। প্রথম দিকে চ্যান চিউ তার দাঁত তুলতে না চাইলেও পরে তুলে দেয়। চ্যান

চিউয়ের টেবিলে ছিল ছোট্ট হাতুড়ি যেটা দাঁত তুলতে ডেন্টিস্টদের কাজে লাগে। সেটা দিয়ে অপমানের জ্বালা জুড়োতে সজোরে মারে চ্যান চিউয়ের মাথায়। চ্যান চিউ টেবিলেই লুটিয়ে পড়ে। প্রেসক্রিপশনটা উড়ে যায় ফ্যানের হাওয়ায়। সেই সঙ্গে মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টটিভ সমুদ্রশেখরের ভিজিটিং কার্ডটাও। সেগুলো মাও তুনের নজরে পড়ে না। হাতুড়িতে হাতের ছাপ ছিল, ফলে সেটা আর ওখানে রাখতে চাননি। সোজা নিয়ে এসে রাখে নিজের টেবিলে। ভেবেছিল হাতুড়ির ব্যাপারটা কারও নজরে পড়বে না।

ভিজিটিং কার্ড-এর সূত্র ধরে ডাক পড়ে সমুদ্রশেখরের। সমুদ্রশেখরে যেহেতু চিনা ভাষা অল্প অল্প পড়তে পারে তাই গার্গী তার কাছ থেকে পড়ে উদ্ধার করে অর্ধেক লেখা প্রেসক্রিপশনের। আর এই প্রেসক্রিপশন ছিল মাও তুনের। এরপর চ্যান চিউয়ের মাথায় আঘাতের ধরন দেখে গার্গী খুঁজেছিল কী দিয়ে আঘাত করেছে খুনি। চ্যান চিউয়ের চেম্বারে একটাও হাতুড়ি না দেখে গার্গী অনুমান করে নিশ্চয়ই নিজের অপরাধ ঢাকতে সেটা নিয়ে এসে রেখেছে নিজের টেবিলে। সেই হাতুড়ি গার্গী খুঁজে পায় মাও তুনের চেম্বারে। তার চেম্বারে গার্গী দেখতে পায় দুটো হাতুড়ি। তার বুঝতে বাকি থাকে না এই হত্যাকাণ্ড মাও তুনেরই করা।

'ক্যাপসুল রহস্য'-উপন্যাসে গোয়েন্দা গার্গী সরাসরি ঘটনার তদন্ত না করেও শুধুমাত্র বুদ্ধির জোরে জট খুলেছে রহস্যের। উপন্যাসে দেখা যায় গ্যাংটকে ঘুরতে গিয়ে গার্গীর সঙ্গে পরিচয় হয় এক সদ্য বিবাহিত দম্পতি তানিশা ও ঋতুরাজের সঙ্গে। কিন্তু এসে থেকেই গার্গী লক্ষ করে তানিশার একটা টেনশনপূর্ণ অভিব্যক্তি। কথা বলে গার্গী জানতে পারে তানিশার বাবা পৃথ্বীরাজবাবু কাজ করে 'স্টান্ডফোর্ড' নামের একটি মালটি-ন্যাশনাল মেডিসিন কোম্পানিতে। কয়েকদিন ধরে তার পাগলের মতো অবস্থা। সে নাকি টাইম মেসিনে চড়ে যাত্রা শুরু করেছে। ছুটছে প্রবল গতিতে। সে যাত্রাটাও ভারি অদ্ভুত। খুব দ্রুত তার বয়স কমে যাচ্ছে, প্রতি ঘণ্টায় দু-তিন বছর করে। তার চালচলন, হাবভাব, কথাবার্তা পাগলের মতো। কাউকেই চিনতে পারছে না। অফিসে গিয়ে অফিসেরই কর্মী বিমলেন্দুবাবুকে হত্যা পর্যন্ত করতে গিয়েছিল। এসবের কারণ হিসেবে অনুমান করা হয়েছে পৃথ্বীরাজবাবুর কোম্পানিতে স্ট্রেস কমানোর একধরনের মেরুন রঙের ক্যাপসুল তৈরি হয়েছে। সেই ক্যাপসুল খেয়েই নাকি এই অবস্থা হয়েছে তার।

এই নিয়ে গার্গীর মনে নানান রহস্যের তৈরি হয়। গোয়েন্দাসুলভ মন গার্গীর। তার মগজে একবার কৌতূহল প্রবেশ করলে সারাক্ষণ সেই বিষয়ে মনঃসংযোগ করতে চেষ্টা করে। বুঝতে চেষ্টা করে এই রহস্যের গতিপ্রকৃতি। যতক্ষণ না সেই সমস্যার সমাধান হচ্ছে ততক্ষণ গার্গীর মন ছটফট করতে থাকে। কিন্তু গ্যাংটকে বসে কলকাতার সমস্যা সমাধান করা খুবই মুশকিল। ইতিমধ্যে তানিশার সঙ্গে কথা বলে গার্গী জানতে পারে 'স্ট্যান্ডফোর্ড' মেডিসিন কোম্পানির বেলেঘাটার স্টোরে বিমলেন্দু চক্রবর্তীর খুনের কথা। সে একজন অ্যাসিস্টান্ট স্টোর কিপার ছিল। সেই খুনের দায় পড়ে তানিশার বাবা পৃথ্বীরাজবাবুর উপর। শেষ পর্যন্ত গার্গী কলকাতায় এসে পৃথ্বীরাজবাবু এবং স্ট্যান্ডফোর্ড কোম্পানির চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার রঞ্জন দত্তের সঙ্গে কথা বলে উন্মোচন করে আসল রহস্যের। পৃথ্বীরাজবাবু আর্থিক তছরূপ না করেও তার অনুপস্থির সুযোগ নিয়েছিল বিমলেন্দু সেন। সেই থেকে বাঁচার জন্যই পাগলের অভিনয় করছিল সে। আর সেই অভিনয় সহজেই ধরা পড়ে যায় বুদ্ধিমতী গার্গীর কাছে।

'গোয়ায় গার্গী' রহস্য উপন্যাসে গার্গী গোয়াতে গিয়ে কুড়িয়ে পাওয়া একটি ডায়েরি থেকে উদ্ধার করে মেরিনেত্তির মতো ইন্টারন্যাশনাল কালপ্রিটের। করেছিল 'সে ক্যাথেড্রাল চার্চ' ও 'ব্যাসিলিকা অফ বম জেরাস'—এই দুটি চার্চের হামলার ছক। যেটা গোয়ার পুলিশ স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি তাই করে দেখায় গার্গী। সেই সঙ্গে গার্গী প্রকাশ করে সেই ইন্টারন্যাশনাল কালপ্রিটের ছবি। অসাধারণ বুদ্ধি দিয়ে গার্গী গোয়ার পুলিশ দিয়ে ধরিয়ে দেয় দুই গোয়ানিজকে। যার জন্য গোয়ার পুলিশকে বলতে হয়েছে, -

> "ম্যাডাম, আপনার জন্যেই একটা ন্যাশনাল অ্যাসেট সেভ করা সম্ভব হল আজ! আপনি যদি ঘুম থেকে উঠে ফ্রেশ হয়ে একবার থানায় আসেন তো সবাই আপনার সঙ্গে পরিচিত হতে পারেন। সবাই খুবই আশ্চর্য হয়ে গেছেন আপনার আশ্চর্য অনুমানশক্তি আর খবর সংগ্রহের বুদ্ধিমত্তা উপলব্ধি করে।"[৩]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 83
Website: https://tirj.org.in, Page No. 740 - 746
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

'সবুজ কোমরবন্ধনী রহস্য' উপন্যাসে গার্গী কয়েকটি ছবি দেখে চিহ্নিত করেছে রুম্পা সারখেল-এর হত্যাকারী নেহা শর্মাকে। রুম্পার মৃতদেহ দেখার পর গার্গীর নির্দেশে সোনালিচাঁপা খুব গোপনে মৃতদেহসহ দুই বান্ধবী নেহা শর্মা ও তিন্নি দেশাই-এর ছবি তুলে নেয় তার মোবাইল-ক্যামেরায়। ছবিতে প্রিন্সেপ ঘাটে রুম্পার ডেডবডির পাশে দুটো জিনিস পড়ে থাকতে দেখা যায়। একটি ভ্যানিটি ব্যাগ, অন্যটি একটি সবুজ বেল্ট। গার্গী ফেসবুক ঘেঁটে বের করে ওই তিন বান্ধবীর একটি ছবি যারা পরস্পরের কাঁধে হাত রেখে বসে আছে হাসি-হাসি মুখে। সেই ছবিতে দেখা যায় ওই সবুজ বেল্টটি পরে আছে নেহা শর্মা। সেটি দেখেই গার্গী বুঝতে পারে এই হত্যাকাণ্ড নেহা শর্মারই করা। এই খুনের মোটিভ হিসেবে গার্গী আবিষ্কার করে ট্রাঙ্গুলার লাভ। গোয়েন্দা গার্গীর তদন্তের ধরন দেখে পুলিশকেও বলতে হয়, -

"আপনি যেভাবে কেস সলভ করেন তাতে আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে।"[৪]

গার্গী বিজ্ঞানের ছাত্রী। তার গোয়েন্দাগিরিতে বিজ্ঞানের ব্যবহার লক্ষ করার মতো। 'সোনালী সুতার ফাঁস' উপন্যাসে দেখা যায় এক স্বামীজি বিজ্ঞানকে ব্যবহার করে লোককে ভাঁউতা দিয়ে আসছিল। তাই গার্গী স্বামীজির সঙ্গে লড়াই করেছে অত্যন্ত বুদ্ধি দিয়ে। গার্গী জানে, স্বামীজি ম্যাজিক দেখিয়ে সবাইকে কাত করে। তাই মঠে গিয়ে গার্গী প্রথম থেকেই ঠিক করেছিল স্বামীজির অস্ত্রেই তাকে ঘায়েল করতে হবে। স্বামীজি ঘরের মধ্যে গার্গীকে একা পেয়ে বিভ্রান্ত করতে চেয়েছিল তার ম্যাজিক দেখিয়ে। সালফিউরিক অ্যাসিডের সঙ্গে বেরিয়াম ক্লোরাইড মিশিয়ে বেরিয়াম সালফেটের প্রেসিপিটেট দেখিয়ে দুধ তৈরি করেছিল। গার্গীকে এতো সহজে বোকা বানানো সম্ভব না। তাই সেও ফেরিক ক্লোরাইড সলিউশনের সঙ্গে পটাশিয়াম থায়োসায়নিন মিশিয়ে লাল টকটকে ডালিমের রস তৈরি করে স্বামীজিকে ফ্ল্যাট করে দেয়। এ ম্যাজিকটা স্বামীজি জানত না। ফলে এটা দেখার পর স্বামীজি একটা ঘোরের মধ্যে পড়ে যায়। তার ঘোর কাটিয়ে ওঠার আগেই তাকে কাগজের ফুলে ক্লোরোফর্ম মাখিয়ে শুঁকতে দিয়ে গার্গী বলে, শুঁকলেই কাগজের ফুল হয়ে উঠবে সত্যিকারের ফুল। স্বামীজি গার্গীর ফাঁদে পা-দিয়েই জ্ঞান হারায়। সেই সুযোগে গার্গীর পুলিশ ডেকে মঠের স্বামীজিসহ সকলকে লকাপে পাঠানোর ব্যবস্থা করে। সেই সঙ্গে গার্গীর উদ্ধার করতে আসা টিটোকে তার বাবা মায়ের কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়।

গোয়েন্দা গার্গী তার অসাধারণ বুদ্ধি, মেধা, সূক্ষ্ম কল্পনাপ্রবণ মন, তীক্ষ্ণদৃষ্টি দিয়ে একের পর এক রহস্যের উন্মোচন করে গেছে। 'পিঙ্কি হত্যারহস্য' উপন্যাসে অপরাধী বিল্ব যখন 'ম্যাকবেথ'-এর অনুকরণে পিঙ্কিকে হত্যা করে। গোয়েন্দা গার্গী সাহিত্য প্রীতির কারণে ধরে ফেলে অপরাধীকে। গোয়েন্দা গার্গী কখনও খুনের তদন্ত করেছে, কখনও বা উদ্ধার করেছে পুরানো ইতিহাসের মূল্যবান দলিল। তার গোয়েন্দাগিরি করার জন্য তাকে বিভিন্ন জায়গায় যেতে হয়েছে। এই ব্যাপারে তাকে যথেষ্ট সাহায্য করে গেছে তার স্বামী সায়ন। সংসার সামলে একের পর এক রহস্যের উদ্‌ঘাটন করে গেছে। গোয়েন্দা গার্গীর আছে রহস্য সমাধানে অসামান্য দক্ষতা। গার্গী সকল রহস্যের জট সমাধান করে নিজের ধারালো বুদ্ধি আর অব্যর্থ অনুমান শক্তি দিয়ে। সমাজ যখন রহস্যের জালে ধীরে ধীরে আবৃত্ত হতে শুরু করে তখন গার্গী কখনও নিজে থেকেই লেগে যায়, রহস্যের সমাধান করতে আবার কখনওবা নিয়োগ প্রাপ্ত হয়। আবার কখনও কখনও এমন হয়েছে গার্গীকে দেখেই রহস্য আপনা আপনিই তৈরি হয়েছে।

গোয়েন্দা সাহিত্যে তরুণী গোয়েন্দা গার্গীর আবির্ভাব এক সাড়া-জাগানো ঘটনা। নয়ের দশকের মাঝামাঝি 'ঈর্ষার সবুজ চোখ' দিয়ে শুরু হয়েছিল গার্গীর যাত্রা। তারপর থেকে ধারাবাহিকভাবে বহু তদন্তের কাজ সুনিপুণভাবে সমাধা করে গার্গী এখন এ শহরের এক প্রতিষ্ঠিত অনুসন্ধানকারী। কলকাতা শহর ছাড়িয়ে এখন দূর রাজ্যে ভ্রমণের সময়েও সে রহস্যের সন্ধান পেলে শামিল হয় তদন্তে ও তার তীক্ষ্ণ অনুসন্ধান সম্মোহিত করে রাখে সব শ্রেণির পাঠককে। এককালে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ডিটেকটিভদের সুনাম ছিল বিশ্বজোড়া। প্রায় অর্ধশতক রহস্যের সমাধান করার পর গার্গীর সুনামও কিন্তু ক্রমবর্ধমান। এতদিন শহর কলকাতার মধ্যে বিস্তৃত ছিল তার গতিবিধি, কিন্তু ইদানীং রাজ্যের বাইরে গিয়েও সে জড়িয়ে পড়ছে নানা রোমহর্ষক ঘটনার মধ্যে, ফলে কাহিনির প্রেক্ষাপটও হয়ে উঠেছে আরও বর্ণাঢ্য, আরও বৈচিত্র্যময়।

গোয়েন্দা গার্গীর অন্যতম আরেকটি বিশেষত্ব হচ্ছে ভূগোল, ইতিহাসসহ নানা বিষয় সম্পর্কে তার অসামান্য জ্ঞান। গোয়েন্দা গার্গীর রহস্য উপন্যাসে যে সকল স্থান এসেছে সেগুলোর ভৌগলিক অবস্থান, ইতিহাস, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সব

কিছুই সুন্দরভাবে ফুটে উটেছে রহস্য সমাধানের পাশাপাশি। যে কারণে গোয়েন্দা গার্গী তার পাঠকদের কাছে শুধুমাত্র গল্পের চরিত্র নয়, বরং বাস্তবের মানুষ হিসেবে হাজির হয়েছেন। গোয়েন্দা গার্গী পাঠক মহলে কতটা জনপ্রিয় লাভ করেছে তা বোঝা যায় তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাতেই। গোয়েন্দা গার্গীর সাফল্য নিয়ে তিনি লিখেছেন, -

> "রবিবার পার হতেই সম্পাদকীয় দপ্তরে আসতে শুরু করেছিল পাঠকদের প্রশংসাসূচক চিঠি। তেত্রিশ সপ্তাহ পরে যখন উপন্যাসটি শেষ হয়েছিল, তরুণী গোয়েন্দা গার্গী জয় করে নিয়েছিল পাঠক-পাঠিকাদের হৃদয়। এক তরুণ-দম্পতি খবরের কাগজের কাটিংগুলি নিয়ে চলে এসেছিল আমার বাড়িতে। বলেছিল, তারা উপন্যাসটা দূরদর্শনে সিরিয়াল করতে চায়, আর সেই তরুণী প্রতি সপ্তাহের কিস্তি পড়ে গার্গীর সংলাপগুলি মুখস্থ করে ফেলেছে, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে শ্যাডো অভিনয় করছে রোজ, কারণ সে-ই অভিনয় করবে গার্গীর ভূমিকায়।"[৫]

Reference:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন, 'গোয়েন্দা গার্গী সমগ্র' (প্রথম খণ্ড), প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৫, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ২৩

২. বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন, 'গোয়েন্দা গার্গী সমগ্র' (পঞ্চম খণ্ড), দ্বিতীয় সংস্করণ (পুনর্মুদ্রণ) নভেম্বর ২০২২, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ৩০৮

৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন, 'গোয়েন্দা গার্গী সমগ্র' (পঞ্চম খণ্ড), দ্বিতীয় সংস্করণ (পুনর্মুদ্রণ) নভেম্বর ২০২২, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ১৪৬

৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন, 'গোয়েন্দা গার্গী সমগ্র' (অষ্টম খণ্ড), প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০২২, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ৩৫৩

৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন, 'গোয়েন্দা গার্গী সমগ্র' (পঞ্চম খণ্ড), দ্বিতীয় সংস্করণ (পুনর্মুদ্রণ) নভেম্বর ২০২২, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, ভূমিকা